যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

বুধবার, ৭ এপ্রিল ২০২১

মানুষেরা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন

২২ মার্চ, ২০২১ এর মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের পর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন

"ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী জ্বলছে। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ আতঙ্কিত হয়ে চারদিকে দৌড়াচ্ছে আর 'আগুন! আগুন! করে চিৎকার করছে। অনেকে নিজের জীবন বাঁচাতে, পরিবারের সদস্যদের বাঁচাতে এবং হাতে করে সহায়-সম্পত্তি যা কিছু নেয়া সম্ভব তাই নিয়ে ছুটছে।"

সূত্র: তিনটি ক্যাম্পে (ক্যাম্প ৯, ৮ ডব্লিউ এবং ৮ ই) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর এ সম্পর্কে রোহিঙ্গা কমিউনিটির উদ্বেগগুলো বোঝার জন্য বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন গত ৩১ মার্চ ২০২১-এ ক্যাম্প ৮ ই এবং ক্যাম্প ১১ তে চারটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) সম্পন্ন করে। এই এফজিডি'তে রোহিঙ্গা কমিউনিটির ১৯ থেকে ৬০ বছর বয়সী ১০ জন পুরুষ এবং ২০ থেকে ৫০ বছর বয়সী ১০ জন নারী অংশ নেন। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে এবং একই সাথে অগ্নিকাণ্ডে সাড়া প্রদানে সাহায্য করে এমন ৩৫ জন রোহিঙ্গা তরুণকে নিয়ে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস (সিপিজি) এর গবেষকরা গত ৩১ মার্চ অপর একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করে। এই নিবন্ধটি সিপিজি'র সহায়তায় এবং বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ও ট্রান্সলেটরস্ উইদাউট বডার্স কর্তৃক লিখিত একটি যৌথ প্রকাশনা।

এফজিডি'তে অংশগ্রহণকারীরা এমনই সব দৃশ্যের বর্ণনা করছিলেন। বেশিরভাগ মানুষই বলেছেন যে, জোহরের নামাজের সময় তারা আগুন দেখতে বা আগুনের কথা শুনতে পান। নারী অংশগ্রহণকারীরা তখন বাড়িতে নামাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বা নামাজ পড়ছিলেন এবং বেশিরভাগ পুরুষ অংশগ্রহণকারীরাই কাজের প্রয়োজনে, ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করতে বা মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য বাড়ির বাইরে ছিলেন।

"আমরা চারপাশে শুধু আগুন আর আগুন দেখেছিলাম। এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগই ছিল না। চোখের পলকেই চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং সব কিছু পুড়তে থাকে।"

– রোহিঙ্গা পুরুষ, বয়স ২২, ক্যাম্প ০৯

কিছু নারী অংশগ্রহণকারীরা প্রথমে ভেবেছিলেন যে আগুন তাদের বাড়ির কাছে না। কিন্তু শীঘ্রই তারা বুঝতে পারেন যে এটি কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তারা চারদিক থেকে আগুনের তাপ অনুভব করছিলেন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আবার আগুন চারদিক থেকে ঘিরে থাকায় কেউ কেউ ঘর থেকেই বের হতে পারেননি। পরে পাড়া-প্রতিবেশীরা তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে সাহায্য করে। কিছু পুরুষ অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে, বাতাসের কারণে এবং প্রথম দিকে দমকল বাহিনীর কোনো দল সেখানে না থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

সাক্ষাৎকারদানকারীরা যেহেতু নিজেরাই অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, তাই তারা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন সেগুলোও তারা বর্ণনা করতে পেরেছিলেন।

আসন্ন বর্ষা মৌসুম ও রমজানের কারণে শেল্টার উপকরণের জরুরি প্রয়োজনীয়তা

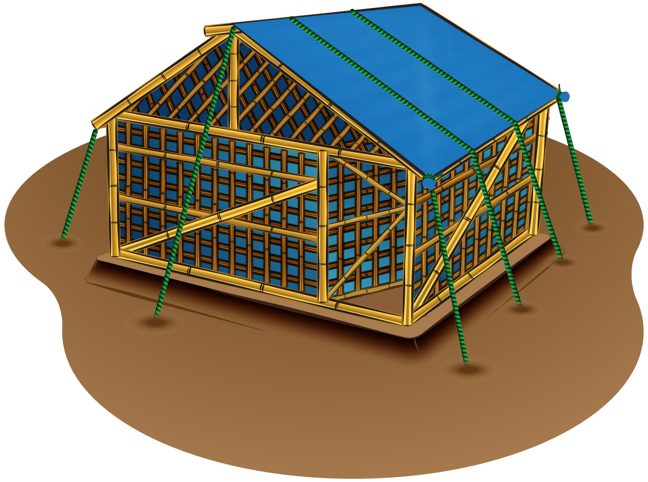

অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম প্রধান একটি উদ্বেগ ছিল তাদের শেল্টারগুলোর অবস্থা, যার মধ্যে কিছু কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। আবার কেউ কেউ আগুনের কারণে তাদের সব ধরনের গৃহস্থালী সামগ্রী: টাকা, বিছানা, কম্বল, বালিশ, রান্নার সরঞ্জাম, ত্রাণ সামগ্রী, সোলার ব্যাটারি, লাইট, ফ্যান, গ্যাস সিলিন্ডার, জামা-কাপড় এবং সিম কার্ড হারিয়েছেন।

অংশগ্রহণকারী পুরুষ ও নারীদের উভয়ই বলেছেন যে তারা বর্তমানে তাদের থাকার জন্য অস্থায়ী কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা জানিয়েছেন, প্রথম দিকে তারা প্রতিবেশীদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) থেকে তারা বাঁশ, ত্রিপল, দড়ি, কম্বল এবং মাদুরসহ বিভিন্ন সহায়তা পেয়েছেন। তবে অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে, অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য দেওয়া এই জায়গাগুলোতে তাদের পরিবার নিয়ে বসবাস করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই এবং এখানে জায়গা ভাগাভাগি করে থাকাও কঠিন। নারী অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে রাতের বেলা এই অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে ঘুমোতে তারা অনিরাপদ বোধ করেন।

> “আমাদের জন্য নতুন শেল্টার তৈরিতে কতো সময় লাগবে সে সম্পর্কিত তথ্য আমাদের জানা দরকার।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, বয়স ৫০, ক্যাম্প ৮ ই

অংশগ্রহণকারীরা তাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে শেল্টারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন ঘরগুলো পুনর্নির্মাণের জন্য তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বাঁশ, ত্রিপল, পলিথিন, দড়ি, হাতুড়ি, করাত এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন। তারা বলেছেন, বসবাসের জন্য তাদের নিরাপদ এবং ভালোভাবে নির্মিত একটি জায়গা দরকার।

রমজান যেহেতু চলেই এসেছে, তাই ঘর না থাকায় সঠিকভাবে নামাজ-রোজা করতে না পারার বিষয়েও তারা উদ্বিগ্ন। পুরুষ অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, যথাযথভাবে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদগুলো যতো দ্রুত সম্ভব পুনর্নির্মাণ করা জরুরি। এছাড়া আসন্ন বর্ষা মৌসুমে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে থাকার বিষয়েও তারা শঙ্কিত।

> “রমজান আসছে, আমরা কী করবো? ভাল হতো যদি আমরা ঘরগুলো নতুন করে তৈরি করতে পারতাম এবং সেখানে নামায-রোজা করতে পারতাম।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, বয়স ২৩, ক্যাম্প ৮ ই

> “বর্ষা ও রমজান শীঘ্রই শুরু হবে বলে আমরা শঙ্কায় আছি এবং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের আশ্রয়ের প্রয়োজন।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, বয়স ৪২, ক্যাম্প ১১

যাদের পরিবারে কোনো যুবক নেই এমন কিছু নারী অংশগ্রহণকারী তাদের শেল্টারগুলো পুনর্নির্মাণের সময় নির্মাণ কাজে সাহায্য করার জন্য মানবিক সহায়তা দেওয়া সংস্থাগুলোর প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার করে উল্লেখ করেছেন। তারা জানিয়েছেন, ঘরগুলো পুনর্নির্মাণের জন্য কবে নাগাদ সম্পূর্ণ শেল্টার সামগ্রী হাতে পাবেন সেটি তারা জানেন না।

এছাড়া মানুষ এ ধরনের উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন যে, তারা যেহেতু তাদের পুরোনো আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নতুন করে নির্মাণ করার কোনো উদ্যোগ দেখছেন না, তার মানে হলো এজেন্সিগুলো তাদের ভাসানচরে (বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত একটি উপকূলীয় স্থান) পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। আবার কিছু অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে, হোস্ট কমিউনিটির লোকজন অগ্নিকাণ্ডের জন্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দায়ী ভাবছে এবং এজন্য তারা চায় রোহিঙ্গারা যেন ভাসানচরে চলে যায়।

> “আমরা ভাসানচরে যেতে চাই না। আমরা চাই আমাদের শেল্টারগুলো একই ব্লকে পুনর্নির্মাণ করা হোক।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, বয়স ৫০, ক্যাম্প ৮ ই।

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত ল্যাট্রিন, স্যানিটেশন এবং পরিবেশগত বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে

অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন তারা সবাই এবং বিশেষ করে মহিলারা ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে সমস্যায় পড়ছেন। তারা বলেছেন যে, মলত্যাগ করার জন্য নির্ধারিত স্থানে যেতে তাদের আধা ঘণ্টা হাঁটতে হয়।

নারী অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে নারীদের জন্য কোনো গোসলখানার ব্যবস্থা না থাকায় তারা গ্রামের পুকুরে এক দিন পরপর গোসল করতে যান। আবার কয়েকজন পুরুষ অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে তারা পুড়ে যাওয়া ক্যাম্পের ভিতরেই ত্রিপলের দেয়াল দিয়ে ঘেরা অস্থায়ী ল্যাট্রিন তৈরির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অস্থায়ী টয়লেটগুলোর কোনো ছাদ না থাকায় সেগুলোতে নারীদের জন্য পর্যাপ্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। নারী অংশগ্রহণকারীরা জানান, দিনের বেলা এই ল্যাট্রিনগুলো ব্যবহার করতে তারা খুব অস্বস্তিবোধ করেন।

পুরুষ অংশগ্রহণকারীরা জানান, অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া গৃহস্থালী সামগ্রী এবং ময়লা-আবর্জনার কারণে তাদের ব্লকের পয়ঃনিষ্কাশন নালাগুলোর পানি আটকে গেছে এবং এখনও সেই অবস্থাতেই আছে। তারা আরও জানিয়েছেন যে পচা খাবারের প্যাকেটগুলো ড্রেনে ফেলা হয় বলে আশেপাশের পরিবেশ দিন দিন নোংরা হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে এজেন্সিগুলো ক্যাম্পের ভিতরকার কয়েকটি ছোট ছোট ড্রেন পরিষ্কার করার কথা জানালেও বড় বড় ড্রেনগুলো এখনও পরিষ্কার করা হয়নি।

একজন নারী অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডের কারণে তাদের যে শুধু আবাসন ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্রই নষ্ট হয়েছে তা নয়, বরং তাদের আয়ের উৎসও নষ্ট হয়ে গেছে।

> “আমার স্বামীর একটি মুরগির দোকান ছিল যা আগুনে নষ্ট হয়ে গেছে এবং আগুনে আমরা প্রায় এক লাখ টাকার (প্রায় ১,২০০ ডলার) মূলধন খুইয়েছি। এখন আমরা কিভাবে আমাদের সন্তানদের খাওয়াবো?’’
>
> – রোহিঙ্গা নারী, বয়স ৩০, ক্যাম্প ৮ ই

প্রয়োজনীয় বহু কাগজপত্র নষ্ট হয়েছে

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, কার্ড/নথিপত্র ইত্যাদি দরজার কাছে রাখার জন্য তাদের কেউ কেউ যদিও এগুলোর কিছু অংশ পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছেন, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই তাদের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত নথি, যেমন স্বাস্থ্য কার্ড, ভ্যাকসিন কার্ড, ডেটা কার্ড, ফুড কার্ড, এলপিজি গ্রহণের টোকেন কার্ড, মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার কার্ড (যেমন: এএনসি, পিএনসি) এবং মিয়ানমারে তাদের জমির মালিকানার দলিলপত্র হারিয়েছেন। বিশেষ করে মিয়ানমার থেকে নিয়ে আসা যে দলিল বা নথিগুলো তারা এই অগ্নিকাণ্ডে হারিয়েছেন সেগুলো আর ফেরত পাওয়া যাবে না বলে বিষয়টি নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা বেশ উদ্বিগ্ন।

তারা জানান, আগুনের কারণে হারিয়ে যাওয়া কার্ডগুলো পুনরায় করে দেওয়ার জন্য বা হারিয়ে যাওয়া নথি সম্পর্কে অভিযোগ জানানোর জন্য তারা তথ্য ডেস্ক এ যেতে পারেন বা সিআইসি (ক্যাম্প ইন চার্জ: বাংলাদেশ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন কর্মকর্তা), সেবা প্রদানকারী, মাঝি (সিআইসি ও ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্বাচিত রোহিঙ্গা কমিউনিটির নেতা) বা বিভিন্ন এনজিও, যেমন ড্যানিশ শরণার্থী কাউন্সিল (ডিআরসি) এর কাছে যেতে পারেন।

> “আমি ঘরে ছিলাম। আমি জোহরের নামায শেষ করার পরপরই আগুনের কথা শুনতে পাই। তখন তাৎক্ষনিকভাবে আমার দুই ছেলে এবং স্মার্ট কার্ডটি নিয়ে আমি বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসি এবং নিরাপদ একটি জায়গায় পৌঁছানোর জন্য দৌড়াতে থাকি।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, বয়স ২৩, ক্যাম্প ৮ ই

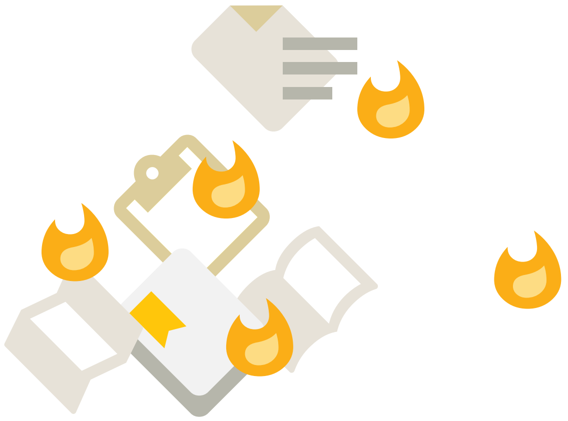

রান্না করা খাবারের মান ভালো নয়, রান্নার সুবিধা প্রয়োজন

অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন, তারা যে মানের খাবার পাচ্ছেন তা বেশিরভাগ সময়ই ভালো না এবং এর স্বাদও তাদের পছন্দ নয়। তারা অভিযোগ করেছেন যে, তারা এমন খাবারও পেয়েছেন যেগুলো সাত ঘন্টা পর্যন্ত আগে রান্না করা হয়েছে এবং গরম আবহাওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া যে পরিমাণ খাবার দেওয়া হয় তা তাদের পরিবারের সকল সদস্যের জন্য পর্যাপ্ত নয় এবং এই খাবার তারা সময় মতো পাচ্ছেন না বলেও অনেকে জানিয়েছেন। তাদের যে দু’বেলার খাবার দেওয়া হয় তার মধ্যে দুপুরের খাবার বিকাল ৪ টায় এবং রাতের খাবার রাত ১০ টায় পেয়েছেন বলে তারা জানান।

অন্য কোনো উপায় না থাকায় সরবরাহকৃত খাবার খাওয়া ছাড়া মানুষের হাতে কোনো বিকল্প নেই। এমনকি এই খাবার খেয়ে তাদের কারও কারও শিশুর ডায়রিয়া হয়েছে বলেও কয়েকজন অংশগ্রহণকারী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাই তারা খাদ্য সামগ্রী এবং রান্না করার সুবিধা দেওয়ার অনুরোধ করেছেন যেন তারা নিজেদের খাবার নিজেরাই রাঁধতে পারেন।

> “আমাদের রান্না করা খাবারের দরকার নেই। আমাদেরকে আগের মতো ত্রাণ সামগ্রী দিন এবং রান্নার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা নিজেরাই রাঁধতে পারি।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, বয়স ২৭, ক্যাম্প ৮ ই

> “গরম আবহাওয়ার কারণে রান্না করা খাবার পচে যায় এবং সেগুলো ড্রেনে ফেলে দিতে হয়। এই খাবার খেয়ে আমাদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এর চেয়ে আমাদের যদি চাল, ডাল, আলু, তেল, লবণসহ অন্যান্য জিনিস সরবরাহ করা হতো, তাহলে আমরা নিজেরাই রান্না করতে পারতাম এবং সুস্থভাবে খেয়ে পরে বাঁচতে পারতাম।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, বয়স ২৬, ক্যাম্প ১১

মানুষজন বলছেন তাদেরকে নির্দিষ্ট রোগের ওষুধ না দিয়ে সাধারণ কিছু ওষুধ সরবরাহ করা হয়

স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে, অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া মানুষদের কোথায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তারা সেটি জানেন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে আক্রান্ত ও অন্যান্য রোগীদের যে স্বাস্থ্য কার্ড ছাড়াই চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয় সেটিও তারা জানেন। অন্যদিকে কিছু পুরুষ অংশগ্রহণকারী মনে করেন, তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে না এবং তাদের স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানও মিলছে না। অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, তারা প্যারাসিটামল এবং ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট (ওআরএস) পাচ্ছেন, যা দিয়ে গ্যাস্ট্রিক, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের মতো সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন রোগে ভুগতে থাকা রোগীরাও যথাযথ চিকিৎসা সেবা পেতে সমস্যায় পড়ছেন।

এছাড়া তারা বলেছেন যে, যাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ আগুনে পুড়ে গেছে তাদেরকেও এই সাধারণ ওষুধগুলো দেওয়া হচ্ছে।

> “আমাদের মনে হয় যে, স্বাস্থ্যসেবা যারা দিচ্ছেন তাদের ওষুধের অভাব রয়েছে। তারা জ্বরের জন্য নাপা, গ্যাস্ট্রিকের জন্য ট্যাবলেট এবং সবাইকে ব্যথানাশক ওষুধ দিচ্ছেন। কিন্তু অগ্নিদগ্ধদের নিরাময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, বয়স ৩০, ক্যাম্প ১১

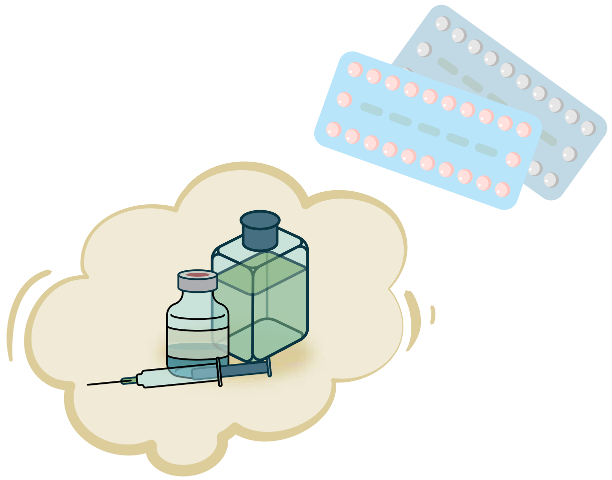

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে

অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন, আগুনে অনেক লোক আহত হয়েছেন এবং অনেকেই মারা গেছেন। এছাড়া শিশু, গর্ভবতী মহিলা, বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো যারা কমিউনিটিতে বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছেন তাদের জন্য না আছে নিরাপদ আশ্রয়, না আছে পুষ্টিকর খাবার। নারী অংশগ্রহণকারীদের মতে, অগ্নিকাণ্ডে অনেক শিশুও আক্রান্ত হয়েছে এবং এদের মধ্যে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যাই বেশি। একজন অংশগ্রহণকারী জানান যে, অগ্নিকাণ্ডের সময় সুয়ারেজ ট্যাংকে আটকা পড়ে একটি ছেলে মারা গেছে বলে তিনি শুনেছেন। অপর এক নারী অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন, বর্তমানে তারা যে পরিস্থিতিতে আছেন, এতে করে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং তাদের নিউমোনিয়া হতে পারে।

অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন, আগুন থেকে বাঁচতে গর্ভবতী নারীসহ অনেকেই লাফ দিয়ে বেড়া পার হতে গিয়ে আহত হয়েছেন। একজন নারী অংশগ্রহণকারী জানান যে, আগুন লাগার কথা শুনে চিকিৎসক চলে যাওয়ায় প্রসবের সময় একজন মা এবং নবজাতক একটি শিশু মারা গিয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। এছাড়া অনেক গর্ভবতী নারী ও শিশুদের আশেপাশের ক্যাম্পে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সাধারণভাবে নারীরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তারা ঠিকমতো ঘুমাতে পারছেন না এবং অপহরণের আশঙ্কায় রয়েছেন। কারণ গুজব রটেছে যে তিনজন নারী না কি অপহৃত হয়েছেন। যদিও কে বা কারা এই অপহরণ করেছে তা কারো কাছেই পরিষ্কার নয়।

পুরুষ অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে, অগ্নিকাণ্ডের সময় হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছিল এবং ভিড়ের মধ্যে অনেক প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তি আগুনে দগ্ধ হন এবং কিছু লোক প্রাণ হারান। জীবিতদের মধ্যে কিছু মানুষকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে এবং কিছু মানুষকে অন্যান্য ক্যাম্পে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমিউনিটির মানুষেরাই এই লোকগুলোকে সহায়তা করছেন। অংশগ্রহণকারীরা আরও বলেছেন যে, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ওষুধ, হুইলচেয়ার, প্রয়োজনীয় সহায়তা সামগ্রী বা সরঞ্জাম এবং পোড়া জখমের জন্য চিকিৎসা সেবা সরবরাহ করা উচিত। এছাড়া আগুনে আক্রান্তদের, বিশেষ করে যারা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন তাদের কোন ওষুধ দেওয়া উচিত এবং কিভাবে তাদের সহায়তা ও যত্ন নিতে হয় ইত্যাদি সকল বিষয়ে সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া দরকার বলে তারা মনে করেন।

ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ

নিকট ভবিষ্যতে তাদের কী কী প্রয়োজন এবং তাদের কী কী ইচ্ছা আছে সে সম্পর্কেও অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন। তারা বলেছেন, নামাজ পড়ার জন্য ও আসন্ন রমজানের প্রস্তুতির জন্য তাদের অতি দ্রুত আশ্রয় ও খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন। এছাড়া খাবার জন্য জরুরি ভিত্তিতে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা এবং গোসল ও ল্যাট্রিনের জন্য পানির প্রয়োজনের কথাও তারা উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে নারী অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মতো করে খাবার রান্না করতে চান এবং এজন্য রান্নার বিভিন্ন সামগ্রী, যেমন: গ্যাস বার্নার ও রান্নার নানা তৈজসপত্র দরকার বলে তারা জানিয়েছেন। এছাড়া তারা পরনের কাপড়, বোরকা, স্যানিটারি প্যাড, অন্তর্বাস, হিজাব এবং জুতার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন।

বেশিরভাগ পুরুষ অংশগ্রহণকারী শেল্টার কিট, কাঁচা/রান্না না করা খাবার, এলপিজি সিলিন্ডার, লাইট, ফ্যানের জন্য সৌর ব্যাটারি, পানি রাখার পাত্র, যেমন: বড় জার/হাঁড়ি, রেডিও এবং আর্থিক সহায়তাসহ নতুন করে জীবন শুরু করতে যা যা দরকার সেসব পণ্যের সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ দরকার বলে উল্লেখ করেছেন।

> “আমরা এ জাতীয় পরিস্থিতিতে আর পড়তে চাই না। ভবিষ্যতে সরকারের এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (এটি প্রতিরোধে) নেয়া উচিত।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, বয়স ২৭

কয়েকজন নারী অংশগ্রহণকারীরা তাদের সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

> “বেশিরভাগ লার্নিং সেন্টার আগুনে পুড়ে যাওয়ায় আমরা আমাদের সন্তানদের পড়াশোনা নিয়েও উদ্বিগ্ন।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, বয়স ৪০, ক্যাম্প ৮ ই

তারা বলেছেন, মানবিক সহায়তা দেওয়া সংস্থাগুলো যদি তাদের শেল্টার, মসজিদ এবং ল্যাট্রিনগুলো পুনর্নির্মাণে সহায়তা করে এবং নিরাপদ পানি, কাঁচা খাবার সামগ্রী এবং রান্না করার সরঞ্জামগুলো সরবরাহ করে, তবে তারা এই বিপদ মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে পারবেন।

সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের প্রেক্ষিতে সঠিক সময়ে সহজবোধ্য এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

সূত্র: সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের পরে ক্যাম্পে বসবাসরত মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতা জানার জন্য ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স অগ্নিকাণ্ডের ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত দশ জন রোহিঙ্গা পুরুষ এবং সাত জন রোহিঙ্গা নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এই সাক্ষাৎকার এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে নেওয়া হয়েছিল।

গত মাসে কক্সবাজারের ক্যাম্পে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, প্রচুর ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে এবং হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই অগ্নিকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ক্যাম্পের বাসিন্দাদের তথ্য ও যোগাযোগের চাহিদা ও অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য টিডব্লিউবি অগ্নিকাণ্ডে বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে এমন ১৭ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে। উত্তরদাতাদের সকলেই এখনো তাদের পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই বসবাস করছেন এবং বাঁশ ও ত্রিপলের তৈরি ছাউনিই তাদের বর্তমান আশ্রয়।

সম্প্রদায়ের সদস্যরাই তথ্যের প্রধান উৎস

বেশিরভাগ সাক্ষাৎকার দাতা বলেছেন যে বন্ধুবান্ধব, পরিবার, প্রতিবেশী এবং সম্প্রদায়ের অন্যান্য মানুষদের কাছ থেকেই তারা প্রথম আগুন লাগার খবর পেয়েছিলেন। পুরুষদের মধ্যে দশ জনই বলেছেন যে আগুন লাগার সময় তারা প্রশাসনিক সূত্র থেকে কোনও তথ্য পাননি। কিছু মানুষ আগুন লেগেছে তা নিজের চোখে দেখেছিলেন; অন্য অনেকে সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছ থেকে এই খবর জানতে পেরেছিলেন। সাত জন নারীর মধ্যে পাঁচ জন এটাও বলেছেন যে আগুন যে তাদের বাড়ির দিকে আসছে তা বন্ধুবান্ধব, পরিবার বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন; অন্য দু'জনকে সরাসরি এনজিও ও সিআইসি-র স্বেচ্ছাসেবীরা সতর্ক করে তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন। দুই জন নারী জানিয়েছেন যে তারা আগে এনজিও-দের থেকে অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে কী করতে হবে সেই প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, তবে তাদের মধ্যে একজন বলেছেন যে অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রশিক্ষণের কিছুই তিনি মনে করতে পারছিলেন না।

> "আমার বাড়ির কাছে কয়েকজন শিশু আগুন দেখতে পেয়ে চেঁচাচ্ছিল। তখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বিশাল আগুন আর অনেক ধোঁয়া। ওই শিশুরা ছাড়া আমি আর কোনও জায়গা থেকে কোনও তথ্য পাইনি।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ৫০ বছর

নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে গুজব ছড়ায়

যখন আগুন লেগেছিল, রোহিঙ্গারা দ্রুত অন্যদের প্রাণ রক্ষাকারী তথ্য জানাতে পেরেছিলেন। তবে, সংকটের সময় অতি দ্রুত অপ্রয়োজনীয় তথ্য, বিশেষত গুজব ছড়ানোর সম্ভাবনাও থাকে। দশ জনের মধ্যে সাত জন রোহিঙ্গা পুরুষ বলেছেন যে আগুন কীভাবে লেগেছিল সে ব্যাপারে তারা কোনও তথ্য জানতে পারেননি। অন্য দুই জন গুজব শুনেছেন যে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে এবং এক জন বলেছেন যে একটি বাড়িতে দুর্ঘটনাবশত আগুন লেগেছিল যা ছড়িয়ে পড়েছিল। সাত জন নারীর মধ্যে পাঁচ জন বলেছেন যে তারা শুনেছেন যে আগুন ইচ্ছাকৃতভাবে লাগানো হয়েছিল। এই তথ্য প্রশাসনিক সূত্র থেকে আসেনি এবং নিশ্চিতও করা হয়নি: বেশিরভাগ মানুষ এটা সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের কাছে শুনেছিলেন এবং কয়েকজন অনলাইনে জেনেছিলেন। তবে সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু বিশ্বস্ত প্রশাসনিক সূত্র থেকে তথ্য পেতে চান। মানুষজন বলেছেন যে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানার ক্ষেত্রে তারা এনজিও, সরকার এবং সিআইসি-কেই সবচেয়ে বেশি ভরসা করেন। কিছু সাক্ষাৎকার দাতা দমকল বাহিনীকেও বিশ্বস্ত সূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

নারীদের তথ্য পাওয়া ও ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের সুযোগ কম

চলাফেরায় বাধানিষেধ থাকার কারণে নারীরা সাধারণত তথ্য জানার ক্ষেত্রে অন্যদের ওপর (বিশেষত পুরুষদের ওপর) নির্ভর করেন। নারীদের মধ্যে কয়েকজন উত্তরদাতা বলেছেন যে নারীরা সচরাচর বাড়ির বাইরে যান না এবং তাই অগ্নিকাণ্ডের সময় তথ্য জানার জন্য তাদের পরিবারের পুরুষ বা প্রতিবেশীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। পুরুষ ও নারী, সকল উত্তরদাতার কাছেই মোবাইল ফোন বা তা ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র পুরুষরাই ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারেন। পুরুষদের মধ্যে সাত জনের কাছে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আছে এবং অন্য তিন জনের কাছে অ্যানালগ/বোতাম ফোন আছে যাতে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নেই। উত্তরদাতা নারীদের মধ্যে কারোরই ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করার সুযোগ নেই। ১৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ২ জন (উভয়ই পুরুষ) তাদের ফোন ব্যবহার করে ইন্টারনেটে আগুন সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করেছিলেন। এনজিও-তে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কর্মরত একজন রোহিঙ্গা তার এনজিও-র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে কী করতে হবে, সেই ব্যাপারে তথ্য পেয়েছিলেন। অন্য আরেক জন ইউটিউব থেকে কোথায় আগুন লেগেছে এবং কতজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই তথ্য জেনেছিলেন।

> "আমি এখনো আমার প্রতিবেশীর কাছ থেকেই তথ্য জানছি। আমি নারী, তাই বাইরে গিয়ে তথ্য জানার সুযোগ নেই।
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৩৫ বছর

অগ্নিকাণ্ডের পরে কয়েকদিন লোকজন কিছু তথ্য পেয়েছিলেন

সাক্ষাৎকার দাতারা জানিয়েছেন যে আগুন লাগার ঠিক পরের ৩ দিন তারা বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য ও সহায়তা পেয়েছেন। যেমন জরুরি চিকিৎসা সহায়তা সম্পর্কে তথ্য, হারিয়ে যাওয়া শিশুদের কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে সেই ব্যাপারে পরামর্শ, অস্থায়ী শেল্টার কীভাবে নির্মাণ করতে হবে সেই নির্দেশনা এবং খাদ্য, জামা কাপড় ও পানির মতো প্রয়োজনীয় জিনিস কীভাবে পাবেন সেই পরামর্শ। দুই জন পুরুষ সাক্ষাৎকার দাতা ছাড়া সকল উত্তরদাতাই বলেছেন যে অগ্নিকাণ্ডের পরের দিনগুলিতে তারা কী কী সহায়তা পেতে পারেন সেই বিষয়ে তথ্য পেয়েছিলেন। উত্তরদাতাদের তথ্যের প্রধান সূত্র ছিল এনজিও যাদের স্বেচ্ছাসেবীরা সামনাসামনি বা মাইকে ঘোষণা করার মাধ্যমে তথ্য জানিয়েছিলেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ছিল মাঝী এবং সিআইসি স্বেচ্ছাসেবক।

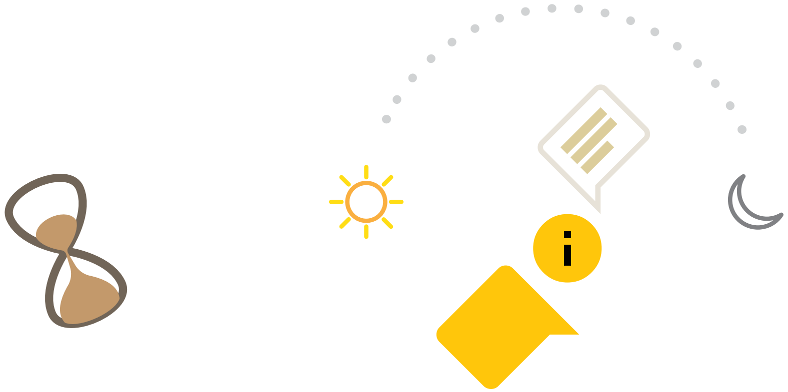

মানুষ নতুন বাড়িঘর সম্পর্কে তথ্য পেতে চান এবং তা এনজিও-দের কাছ থেকে পেতে আগ্রহী

আগুন লাগার পরবর্তী দিনগুলিতে সাধারণত সিআইসি স্বেচ্ছাসেবী, মাঝী এবং বিশেষভাবে এনজিও-দের দেওয়া তথ্যকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে এখন তাদের বাসস্থান এবং তাদের বাড়িঘর আবার কবে তৈরি করা হবে সেই তথ্য জানাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। অনেক সাক্ষাৎকার দাতাই ভবিষ্যতে কীভাবে নিজেদের এবং তাদের ঘরবাড়ি আগুনের থেকে রক্ষা করবেন সেই তথ্য জানতেও উৎসুক। বেশিরভাগ উত্তরদাতাই এনজিও ও সিআইসি স্বেচ্ছাসেবীদের থেকে সামনাসামনি অথবা কোনও বিশ্বস্ত সূত্র থেকে লাউডস্পিকারের মতো অডিও ফরম্যাটে তথ্য পেতে চান, এক্ষেত্রেও বিশেষত এনজিও ও সিআইসি-কেই বেশি বিশ্বাস করা হয়।

অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সম্প্রদায়ের মতামত থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে সংকটের সময় জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ ও তাদের তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি, মানুষ যাতে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সূত্র থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্য সহজবোধ্য ফরম্যাটে পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যের মাধ্যম ও সূত্র সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের কিছু পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে। সংকটের আগে, সংকট চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে সহজ ও কার্যকরভাবে এই চাহিদাগুলি পূরণ করা হলে, রোহিঙ্গা এবং মানবিক সহায়তায় কর্মরত কমিউনিটি, উভয়েই সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের মতো জরুরি অবস্থার জন্য আরও কার্যকরভাবে প্রস্তুতি নিতে ও তাতে সাড়া দিতে পারবে। ক্যাম্পে ভবিষ্যতে আগুন লাগার সম্ভাবনা বিবেচনা করে, তার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য রোহিঙ্গাদের অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমানো এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তাতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট, সহজবোধ্য এবং কার্যকর নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। আগুন লাগার ক্ষেত্রে সহায়তাকারীদের যোগাযোগের জন্য ইতিমধ্যে যে নির্ভরযোগ্য মাধ্যমগুলি রয়েছে সেগুলি ব্যবহার করা উচিৎ, যেমন লাউডস্পিকার ও মাইকে ঘোষণা, যাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানো যায় এবং যেখানে প্রয়োজন গুজব ও ভুল তথ্যের নিরসন করা যায়।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।